গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা।
(রাজস্ব শাখা)
www. bhola.gov.bd

জেলা কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির মার্চ'২০১৮ মাসের মাসিক সভার কার্যবিবরণী ঃ

সভাপতি ঃ মোহাম্মদ মাসুদ আলম ছিদ্দিক
জেলা প্রশাসক, ভোলা।
সভার তারিখ ঃ ২৭/০৩/২০১৮ খ্রি.।
সভার সময় ঃ সকাল-১১.৩০ ঘটিকা।
সভার স্থান ঃ জেলা প্রশাসকের সভাকক্ষ।
সভায় উপস্থিত ও অনুপস্থিত সদস্যগণের নামের তালিকা ' পরিশিষ্ট-ক ও খ' দ্রষ্টব্য।

সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভার শুরুতে সভাপতির অনুমতিক্রমে ভোলা জেলা কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির গত সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তের অংশ এবং বাস্তবায়নের অগ্রগতির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর নিম্নোক্ত বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১. আলোচ্য বিষয় ঃ কৃষি খাস জমি বন্দোবস্তের অগ্রগতি ঃ
আলোচনা ঃ কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের অগ্রগতির বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় উপজেলা ভিত্তিক কৃষি খাস জমি বন্দোবস্তের অগ্রগতির বিবরণী নিম্নরূপভাবে উপস্থাপন করা হয়।

উপজেলাওয়ারি কৃষি খাসজমি ও উহার বন্দোবস্ত সংক্রান্ত তথ্যঃ জমির পরিমান-একরে (ফেব্রু:/২০১৮পর্যন্ত) ঃ

জেলার নাম	উপজেলার নাম	মোট খাস কৃষি জমির পরিমাণ	বন্দোবস্তকৃত কৃষি খাসজমির পরিমাণ ১৯৯৭ সালের নীতিমালা জারির পূর্বে	বন্দোবস্তকৃত কৃষি খাস জমির পরিমাণ ১৯৯৭ সালের নীতিমালা জারির পরে ১০/১/০৭ পর্যন্ত	বিগত ১১/০১/০৭ তারিখ হতে ২৮/২/১৮ তারিখ পর্যন্ত বন্দোবস্ত কৃত কৃষি খাসজমির পরিমাণ	১১/১/০৭ তারিখ হতে ২৮/২/১৮ তারিখ পর্যন্ত উপকৃত পরিবারের সংখ্যা	বর্তমানে বন্দোবস্ত যোগ্য কৃষি খাসজমির পরিমাণ	অবৈধ দখলীয় কৃষি খাসজমির পরিমাণ	মামলা/মোকদ্দমায় জড়িত কৃষি খাসজমির পরিমাণ	বন্দোবস্ত যোগ্য নয় এরূপ কৃষি খাস জমির পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ভোলা	ভোলা সদর	১০৬৪০.০৭	১৬৯১.৫০	৫৯৬০.২৫	১১৪৫.৫৪	১২৪৩	১৭.৮৮	-	১৩৯৬.৯৫	৩২৭.৯৫	
	দৌলতখান	২৭৩০৮.১২	৫৫০২.০০	৭৭৩৩.১৮	১২৫৩.৩৫	১০৬৪	২৪১.৩০	-	১২৬৭৮.২৯	-	
	বোরহানউদ্দিন	১৮৯৬.৫৮	১৭২.২৩	৫০৬.৩৬	৩২৫.৯৫	৩৫৪	৪১৫.৫৪	২২২.৩৫	৬১.৭৬	১৯২.৩৯	
	তজুমদ্দিন	১৩৬৪৭.২৯	৩৯৭৪.৮৯	৪৩৭৭.৪৬	৩৩০.৪২	৫৫৫	৮৫০.০০	-	৪১১৪.৫২		
	লালমোহন	৫৫৭৮.৯০	১৯১৪.১০	১৪৮২.৫২	১৪৬১.২২	২১৪৬	২৪৯.১৯	১০.৯১	৪৬১.৩৬	-	
	চরফ্যাশন	৪৬৭৮৭.২০	২১৭৫৬.০০	২০১৯৭.২২	২৯৮৯.৫৭	৩১০৪	৩৯.৮৬	৫৯৬.৭৫	১২০৮.৪৫		
	মনপুরা	৫৪৯০.৬৮	১৬৯৩.৫০	২৩৯১.৮২	১১৯১.৯৮	৮৩৫	২০৯.৫৭	-	৩.৮১		
	মোট=	১১১৩৪৮.৮৪	৩৬৭০৪.২২	৪২৬৪৮.৮১	৮৬৯৮.০৩	৯৩১৩	২০২৩.৩৪	৮২৮.৯৬	১৯৯২৫.১৪	৫২০.৩৪	

সভায় জানানো হয় যে, আলোচ্য মাসে ভূমিহীন পরিবারের অনুকূলে বন্দোবস্ত প্রদানের লক্ষ্যে কোন বন্দোবস্ত মোকদ্দমার নথি অনুমোদনের জন্য পাওয়া যায়নি। তবে চরফ্যাশন উপজেলা হতে আশ্রয়ণ প্রকল্পের পুনর্বাসিত পরিবারের নামে সৃজিত ৩৫টি বন্দোবস্ত কেসনথি অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত বন্দোবস্ত কেস নথিগুলো নীতিমালা অনুযায়ী সৃজিত হয়েছে কিনা এবং সকল কাগজপত্র সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা যাচাই-বাছাই করে সঠিক কেসগুলো আগামী সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে আরডিসি, ভোলাকে অনুরোধ করা হয়। প্রকৃত ভূমিহীন কৃষক পরিবারের মধ্যে কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত দেয়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে।

সভায় বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, ভোলা বলেন যে, বন বিভাগের দখলকৃত ১৪৩০৮.৬৪ একর জমি জেলা প্রশাসক বরাবরে হস্তান্তরের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে তজুমদ্দিন, দৌলতখান ও মনপুরা উপজেলার প্রায় ৯০০০.০০ একর জমি সংশ্লিষ্ট উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণের বরাবরে দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। অবশিষ্ট জমির দখল গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণকে নির্দেশনা প্রদান করতে অনুরোধ করেন।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহি অফিসার লালমোহন ও চরফ্যাশন বলেন যে, দখল গ্রহণ করতে গিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় দখল গ্রহণ করা হয়নি। সভাপতি যে সকল চর/মৌজার জমির দখল গ্রহণের ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দিচ্ছে সে সকল চর/মৌজার জমির বিষয়ে বন বিভাগের সাথে সভা করে আলোচনা সাপেক্ষে সরকারি স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে দখল গ্রহণ করার জন্য এবং দখল গ্রহণের সাথে সাথে উক্ত জমি দ্রুত ১ নং সরকারি খাস খতিয়ানভূক্ত করার ও সরকারি দখল বজায় রাখার পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করেন। বন বিভাগের নিকট হতে দখল গ্রহণকৃত উপযুক্ত খাসজমিতে ভবিষ্যত পরিকল্পনা করে ইকো-পার্ক, বোটানিক্যাল গার্ডেন, অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলতে হবে।

সভাপতি বলেন যে, মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক প্রকৃত ভূমিহীন কৃষক পরিবারকে সরকারি খাসজমি বন্দোবস্ত দিয়ে পুনর্বাসন করতে হবে। কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত দেয়ার প্রস্তাব প্রেরণের পূবে প্রকৃত ভূমিহীন কৃষক পরিবার নির্বাচন করার কাজটি সঠিকভাবে করতে হবে। কোন চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে নীতিমালা মোতাবেক শক্ত হাতে প্রকৃত ভূমিহীন কৃষক পরিবার নির্বাচন করতে হবে।

তিনি আরো বলেন যে, সরকারি খাস জমি বন্দোবস্ত দেয়ার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত জমি অবশ্যই সরেজমিনে পরিদর্শন করতে হবে। প্রস্তাবিত জমি চাষাবাদের উপযোগী কিনা, কোন দেং মামলা আছে কিনা, সরকারি দখলে নেয়া হয়েছিল কিনা, দোকর বন্দোবস্ত দেয়া হচ্ছে কিনা, বন বিভাগের গেজেটভূক্ত জমি কিনা, বন্দোবস্ত দেয়ার পরে দখল হস্তান্তরের সময় জটিলতা সৃষ্টি হবে কিনা ইত্যাদি বিষয় ভাল করে দেখতে হবে। কোন ক্রমেই কাউকে ভিটে-বাড়ী হতে বাস্তচ্যুত করা যাবে না। বন্দোবস্ত কেস নথি অনুমোদনের নিমিত্ত প্রেরণ করার পূর্বে উপরিউক্ত বিষয়গুলো খতিয়ে দেখতে সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণকে অনুরোধ করা হয়।

নদীবক্ষে জেগে ওঠা চরভূমিতে সরকারের দখল বজায় রাখার জন্য চর্চাম্যাপ তৈরী করে নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। বর্তমানে চলমান বিএস/দিয়ারা জরিপে সরকারি খাস জমি যথাযথভাবে সরকারের নামে রেকর্ড করার জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে অনুরোধ জানানো হয়। ভূয়া কাগজপত্রের ভিত্তিতে কেউ যাতে কোন সরকারি খাস জমি রেকর্ড করিয়ে নিতে না পারে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারগণকে অনুরোধ করা হয়। কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত প্রদানের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ১. প্রকৃত ভূমিহীন কৃষক পরিবারের মধ্যে নীতিমালা অনুযায়ী কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে ।

২. চরফ্যাশন উপজেলা হতে আশ্রয়ণ প্রকল্পের পুনর্বাসিত পরিবারের নামে সৃজিত ৩৫টি বন্দোবস্ত কেসনথি নীতিমালা অনুযায়ী সৃজিত হয়েছে কিনা এবং সকল কাগজপত্র সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা যাচাই-বাছাই করে সঠিক কেসগুলো আগামী সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে।

৩. বন বিভাগ হতে কর্তৃক হস্তান্তরিত জমি দ্রুত ১ নং সরকারি খাস খতিয়ানভূক্ত করার ও সরকারি দখল বজায় রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৪. যে সকল চর/মৌজার জমির দখল গ্রহণের ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দিচ্ছে সে সকল চর/মৌজার জমির বিষয়ে বন বিভাগের সাথে সভা করে আলোচনা সাপেক্ষে সরকারি স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে দখল গ্রহণ করতে হবে।

৫. দখল গ্রহণকৃত উপযুক্ত খাসজমিতে ভবিষ্যত পরিকল্পনা করে ইকো-পার্ক, বোটানিক্যাল গার্ডেন, অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলতে হবে।

৬. কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত দেয়ার প্রস্তাব প্রেরণের পূর্বে প্রকৃত ভূমিহীন কৃষক পরিবার নির্বাচন করার কাজটি সঠিকভাবে করতে হবে। কোন চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে নীতিমালা মোতাবেক শক্ত হাতে প্রকৃত ভূমিহীন কৃষক পরিবার নির্বাচন করতে হবে।

৭. সরকারি খাস জমি বন্দোবস্ত দেয়ার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত জমি অবশ্যই সরেজমিনে তদন্ত করতে হবে। কাউকে বাস্তচ্যুত করা যাবে না। কোন প্রকারেই একই জমি দোকর করে অন্য কাউকে বন্দোবস্ত দেয়া যাবে না। কোন খাস জমি নিয়ে দেওয়ানী মামলা থাকলে ঐ মামলা নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অন্য কাউকে বন্দোবস্ত দেয়া যাবে না।

৮. নদীবক্ষে জেগে ওঠা চরভূমিতে সরকারের দখল বজায় রাখার জন্য চর্চাম্যাপ তৈরী করে নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।

৯. বর্তমানে চলমান বিএস/দিয়ারা জরিপে সরকারি খাস জমি যথাযথভাবে সরকারের নামে রেকর্ড করার জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে অনুরোধ জানানো হয়। ভূয়া কাগজপত্রের ভিত্তিতে কেউ যাতে কোন সরকারি খাসজমি রেকর্ড করিয়ে নিতে না পারে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারগণকে অনুরোধ করা হয়।

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নেঃ

১. উপজেলা নির্বাহি অফিসার (সকল), ভোলা।
২. সহকারী কমিশনার (ভূমি), (সকল), ভোলা।
৩. সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, ভোলা (সকল)।

২. আলোচ্য বিষয় ঃ বন্দোবস্ত মোকদ্দমা বাতিল প্রসঙ্গ ঃ

আলোচনা ঃ সভায় জানানো হয় যে, আলোচ্য মাসে চরফ্যাশন উপজেলা হতে বন্দোবস্ত মোকদ্দমা নং-৩৮৩১এফ/০৪-০৫ এর বাতিল প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। প্রেরিত বাতিল প্রস্তাবটি পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, গত ২৯/০১/১৮খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত উপজেলা কমিটির সভায় উক্ত বন্দোবস্ত কেসটি বাতিল করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। ১০১ নং চর আইচা মৌজার দিয়ারা ১৭৫৫ ও ৩৩২৩ নং দাগের ১.৫০ একর জমি উপরিউক্ত বন্দোবস্ত কেসের মাধ্যমে বিবাদী মো: আলাউদ্দিনকে বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছিল। বিরোধীয় ১৭৫৫ নং দাগের ০.৭৬ একর জমিতে আবেদনকারী মো: মোস্তফা বাড়ী-ঘর তৈরী করে ভোগ দখলে আছেন। আবার বন্দোবস্ত গ্রহীতা একজন সরকারি চাকুরীজীবী। একজন সরকারি চাকুরীজীবী হিসেবে সরকারি কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত নিতে পারেননা বিধায় উপজেলা কমিটির সিদ্ধান্ত ও উপজেলা নির্বাহি অফিসারের সুপারিশসহ বাতিল প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। সভায় সহকারী কমিশনার (ভূমি), চরফ্যাশন বলেন যে, উক্ত বন্দোবস্ত মোকদ্দমাভূক্ত জমি সরেজমিনে তদন্ত করা হয়েছে। বন্দোবস্ত গ্রহীতা সরেজমিনে বন্দোবস্তকৃত জমিতে দখলে নেই। উক্ত জমিতে আবেদনকারী বসত ঘর করে দীর্ঘদিন যাবৎ বসবাস করছেন। তাছাড়া বন্দোবস্ত গ্রহীতা একজন সরকারি চাকুরীজীবী হওয়ায় এবং ভূমিহীন কৃষক না হওয়ায় বিধি বহির্ভূতভাবে সরকারি খাসজমি বন্দোবস্ত নেয়ায় বন্দোবস্ত কেসটি বাতিলযোগ্য। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্তঃ ১. চরফ্যাশন উপজেলা হতে প্রেরিত বন্দোবস্ত মোকদ্দমা নং-৩৮৩১এফ/০৪-০৫ এর বাতিল প্রস্তাব অনুমোদনের বিষয়ে সভায় সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নেঃ

১. আরডিসি, ভোলা।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের আহবান জানিয়ে এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

02/০৪/২০১৮

(মোহাম্মদ মাসুদ আলম ছিদ্দিক)
জেলা প্রশাসক
ভোলা।

স্মারক নং ৩১.১০.০৯০০.০০৬.২৯.০০৫.১৫. ৪২৮ (৩০) তারিখঃ ০২/০৪/২০১৮ খ্রি.

সদয় অবগতি/ অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

১. জনাব নুরুন্নবী চৌধুরী, মাননীয় সংসদ সদস্য, ভোলা-৩ ও উপদেষ্টা ভোলা জেলা কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি।
২.সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩.চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
৪.কমিশনার, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল।
৫.পুলিশ সুপার, ভোলা।
৬.উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ভোলা।
৭.বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, ভোলা।
৮. উপজেলা নির্বাহি অফিসার.....(সকল)।
৯. উপপরিচালক, জেলা সমাজ সেবা অধিদপ্তর, ভোলা।
১০. সহকারী কমিশনার (ভূমি),.....(সকল)।
১১. জনাব এনামুল হক ফরমান, আহবায়ক, জেলা কৃষক লীগ, ভোলা। জেলা কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধি।
১২. জনাব মামুনুর রশিদ, ভোলা। জেলা কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধি।
১৩. জনাব তাজুল ইসলাম, সভাপতি , ভেদুরিয়া কৃষক সমবায় সমিতি, ভোলা। জেলা কৃষক সমবায় সংগঠনের প্রতিনিধি।
১৪. জনাব দোস্ত মাহমুদ , পিতা আলহাজ্ব সামসুদ্দিন আহমেদ, সাং কালী বাড়ি রোড, ভোলা। জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংগঠনের প্রতিনিধি।
১৫. জনাব.....।

২৪/৪/১৮

রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর
ভোলা।

পরিশিষ্ট "ক"

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের নাম ও পদবী (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

১. পুলিশ সুপার, ভোলা এর প্রতিনিধি।
২. জনাব মো: আলমগীর কবির, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), ভোলা।
৩. বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, ভোলা ।
৪. উপ পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, ভোলা এর প্রতিনিধি।
৫. জনাব মো: আবদুল কুদদূস, উপজেলা নির্বাহি অফিসার ও সহকারী কমিঃ (ভূমি), (অ:দা:) বোরহানউদ্দিন।
৬. জনাব মোহাম্মদ মনোয়ার হোসেন, উপজেলা নির্বাহি অফিসার, চরফ্যাশন।
৭. জনাব মো: সামছুল আরিফ, উপজেলা নির্বাহি অফিসার, লালমোহন ।
৮. জনাব মো: রুহুল আমিন, সহকারী কমিশনার (ভূমি), ভোলা সদর।
৯. জনাব আশিষ কুমার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), চরফ্যাশন।
১০.জনাব বকুল চন্দ্র কবিরাজ, সহকারী কমিশনার (ভূমি), লালমোহন।
১১. জনাব শামিমা আক্তার জাহান, রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, ভোলা।
১২. সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, ভোলা সদর/লালমোহন/বোরহানউদ্দিন।

পরিশিষ্ট 'খ'

সভায় অনুপস্থিত সদস্যবৃন্দের নাম ও পদবী(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

১. জনাব মৃধা মো: মোজাহিদুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহি অফিসার , ভোলা সদর ।
২. জনাব মো: কামাল হোসেন, উপজেলা নির্বাহি অফিসার ও সহকারী কমিঃ (ভূমি), (অ:দা:) দৌলতখান।
৩. জনাব জালাল উদ্দীন, উপজেলা নির্বাহি অফিসার ও সহকারী কমিঃ (ভূমি), (অ:দা:) তজুমদ্দিন ।
৪. উপজেলা নির্বাহি অফিসার, মনপুরা ।
৫. উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ভোলা ।
৬.জনাব আল মামুন অর রশিদ, যুগ্ম আহবায়ক, কৃষক লীগ(জেলা কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধি)।
৭.জনাব তাজুল ইসলাম, জেলা কৃষক সমবায় সংগঠনের প্রতিনিধি।
৮.জনাব মো: এনামুল হক ফরমান, আহবায়ক, কৃষক লীগ(জেলা কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধি)।
৯. জনাব দোস্ত মাহমুদ, মুক্তিযোদ্ধা সংগঠনের প্রতিনিধি।